তারিখ JUL 30 2000
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

63

সচিবালয়ে কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকরি বদলিযোগ্য করা হচ্ছে

যুগান্তর রিপোর্ট

বাংলাদেশ সচিবালয়ের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে কর্মরত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর একাংশের চাকরিকে বদলিযোগ্য করতে বিধি সংশোধন করা হচ্ছে।

সচিবালয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে চাকরিরত প্রশাসনিক অথবা পার্সনাল কর্মকর্তাদের (এও এবং পিও) চাকরি স্বস্ব মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরে বদলিযোগ্য। এমনকি এক মন্ত্রণালয়ে চাকরিতে প্রবেশের পর ভিন্ন কোন মন্ত্রণালয়েও তাদের বদলির সুযোগ নেই। সচিবালয়ে সময়ে সময়ে উত্তেজনা সৃষ্টি ও আন্দোলনের মূলে তাদের ভূমিকা রয়েছে বলে সরকার মনে করছে। তাদের সচিবালয়ের বাইরে বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় বদলি করতে সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা একাধিকবার সুপারিশ করেছে বলে এর আগে সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে। এসব সুপারিশে তাদের চাকরি বদলিযোগ্য না হওয়ায় বছরের পর বছর তারা একই কর্মস্থলে অবস্থান করছে। এর মধ্য দিয়ে একটি কায়েমি স্বার্থ সচিবালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে অনভিপ্রেত ঘটনায় বারবার জড়িয়ে পড়ছে। এমনকি এই মহলটির বিরুদ্ধে সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিরও নজির রয়েছে।

এ পর্যায়ে গত বছর প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে এও এবং পিও পদের প্রায় ২ হাজার ৫০০ কর্মকর্তাকে ঢাকার বাইরে বা অন্যান্য সরকারি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় বদলি করার বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মতামত চাওয়া হয়। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে তাদের বদলি বিধিসম্মত নয় বলে জবাব পাঠানো হয়েছিল। পরে সংশ্লিষ্ট বিধি পরিবর্তনের জন্য সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল বলে জানা গেছে। তারই আলোকে সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের চাকরিকে বদলিযোগ্য করতে বিধি সংশোধনের খসড়া তৈরি করার দায়িত্ব দেয়া হয় আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়কে। গতকাল খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আইন মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত বিধি সংশোধনের একটি খসড়া করছে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তা চূড়ান্ত করে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে।

এদিকে বিষয়টি নিয়ে সচিবালয়ের এসব স্থায়ী কর্মচারী ও কর্মকর্তার মধ্যেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। তারা তাদের চাকরিকে বদলিযোগ্য করার বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন বলে জানা গেছে। তাদের নেতৃবৃন্দ এ নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করার পাশাপাশি আইনগত সহায়তা গ্রহণেরও চেষ্টায় নেমেছেন। এ নিয়ে যেকোন সময় সচিবালয় আবারো উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।